



139252 - শিশুদের রোযা পালনে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন

আমার ৯ বছররে একটি ছেলে আছে। তাকে কভিবে রমজানরে রোযা পালনে অভ্যস্ত করা যায়- আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবনে, ইনশা'আল্লাহ। বগিত রমজানে সে মাত্র ১৫ দিন রোযা পালন করছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ প্রশ্নটিপয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সন্তানদের প্রতি সবশেষে গুরুত্ব দয়া ও তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এ ধরনের প্রশ্ন। এটি অধীনস্থদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা পতি-মাতার উপর যাদের দায়দায়িত্ব অর্পণ করছেন।

দুই:

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ বছররে ছেলে সিয়াম পালনে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। কারণ সে এখনও সাবালক হয়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের উপর সন্তানদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব পতি-মাতার ওপর অর্পণ করছেন। ৭ বছর বয়সী সন্তানকে নামায শিক্ষা দয়ার জন্য পতিমাতার প্রতি আদেশে জারী করছেন। নামাযে অবহেলা করলে ১০ বছরবয়স হতে বেত্রাঘাত করার নরিদশে দিয়েছেন। মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে রোযা রাখাতনে, যেন তারা এ মহান ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ আলোচনা হতে সন্তানসন্ততকি উত্তম গুণাবলী ও ভাল কাজের উপর গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালাতের ব্যাপারে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন :

“আপনারা আপনাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে সালাত আদায়ের আদেশে করুন। এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে প্রহার করুন এবং তাদের বহির্না আলাদা করে দিন।” [হাদিসটিআবু দাউদ বর্ণনা করছেন (নং ৪৯৫) এবং শাইখ



আলবানী সহীহ আবু দাউদগ্রন্থেএ হাদিসকে সহীহ হাদিস বলে চহ্নিতি করছেন]

রোযার ব্যাপারে এসছে:

রুবাইবনিত মুআওয়াযে ইবনে আফরা (রাদয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণতি তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সকালে মদনিার আশপোশে আনসারদরে এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালনে : ‘যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল শুরু করছে, সে যেনে তার রোযা পালন সম্পন্ন করে। আর যে ব্যক্তি বে-রোযাদার হিসেবে সকাল করছে সে যেনে বাকি দিনটুকু রোযা পালন করে।’ এরপর থেকে আমরা আশুরাদনিরোযা পালন করতাম এবং আমাদের ছোট শিশুদেরকেও (ইনশাআল্লাহ) রোযা রাখতাম। আমরা (তাদের নিয়ে) মসজিদে যতোম এবং তাদের জন্য উল দিয়ে খেলনা তরৌ করে রাখতাম। তাদের কটে খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে সেই খেলনা দিয়ে ইফতারের সময় পর্যন্ত সান্ত্বনা দিয়ে রাখতাম। [হাদিসটিবর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (নং ১৯৬০) ও মুসলিম (নং ১১৩৬)]

উমর রাদয়াল্লাহু আনহু রমজান মাসে এক মদ্যপকে বলছিলেন :

“তোমার জন্য আফসোস! আমাদের ছোট শিশুরা পর্যন্ত রোযাদার!” এরপর তাকে প্রহার করা শুরু করলেন। [হাদিসটি ইমাম বুখারীসনদবহীন বাণী (মুআল্লাক) হিসেবে ‘শিশুদের রোযা’ পরচ্ছিদে সংকলন করছেন]

যে বয়সে শিশু রোযা পালনে সক্ষমতা লাভ করে সে বয়স থেকে পতিমাতা তাকে প্রশিক্ষণমূলক রোযা রাখাবনে। এটি শিশুর শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে। আলমেগণের কটে কটে এ সময়কে ১০ বছর বয়স থেকে নির্ধারণ করছেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জবাব দেখুন (65558)নং প্রশ্নের উত্তরে।সেখানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা পাবনে। তিনি : শিশুদেরকে রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তেলার বেশেকছু পন্থা রয়েছে:

- ১। শিশুদের নকিট রোযার ফজলিত সম্পর্কতি হাদিসগুলো তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে সিয়াম পালন জান্নাতে প্রবশের মাধ্যম। জান্নাতের একটি দরজার নাম হচ্ছে ‘আর-রাইয়ান’।এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণ প্রবশে করবে।
- ২। রমজান আসার পূর্বই কিছু রোযা রাখানোর মাধ্যমে সিয়াম পালনে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তেলো। যমেন- শা’বান মাসে কয়েকটি রোযা রাখানো। যাতে তারা আকস্মিকভাবে রমজানের রোযার সম্মুখীন না হয়।
- ৩। প্রথমদিকে দিনেরে কিছু অংশে রোযা পালন করানো।ক্রমান্বয়ে সেই সময়কে বাড়িয়ে দেয়া।
- ৪। একবোর শেষে সময়ে সহেরে গ্রহণ করা।এতে করে তাদের জন্য দিনেরে বেলোয় রোযা পালন সহজ হবে।
- ৫। প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে রোযা পালনে উৎসাহিত করা।



- ৬। ইফতার ও সহেরীর সময় পরিবারের সকল সদস্যের সামনে তাদের প্রশংসা করা। যাতে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটে।
- ৭। যার একাধিক শিশু রয়েছে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেলা রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পছিয়ে পড়া শিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।
- ৮। তাদের মধ্যে যাদের ক্షুধা লাগবে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে অথবা বঁধে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। এমন খেলনা যাতে পরিশ্রম করতে হয় না। যত্নে মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদের ক্షত্রে করতে। নব্বির যোগ্য ইসলামী চ্যানেলগুলোতে শিশুদের উপযোগী কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে এবং ক্షণশীল কিছু কার্টুন সরিঁজ রয়েছে। এগুলো দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা যতে পারে।
- ৯। ভাল হয় যদি বাবা তার ছলেকে মসজিদে নিয়ে যান। বিশেষতঃ আসরের সময়। যাতে সে নামাযের জামাতে হাযরি থাকতে পারে। বিভিন্ন দ্বীন ক্লাসে অংশ নতে পারে এবং মসজিদে অবস্থান করে কুরআন তলাওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার যকিরে রত থাকতে পারে।
- ১০। যসেব পরিবারের শশুরা রোযা রাখে তাদের বাসায় বড়োতে যাওয়ার জন্ম দনে বা রাতেরে কিছু সময় নব্বিদষ্ট করে নয়ো। যাতে তারা সয়াম পালন অব্যাহত রাখার প্ররোণা পায়।
- ১১। ইফতারের পর শরয়িত অনুমোদতি ঘুরাফরার সুযোগ দয়ো। অথবা তারা পছন্দ করে এমন খাবার, চকলেটে, মশ্টি, ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা।
- আমরা এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে বলছি যে, শশুর যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তবে রোযাটি পূর্ণ করতে তার ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচতি নয়। যাতে তার মাঝে ইবাদতের প্রতি অনীহা না আসে অথবা তার মাঝে মথিয়া বলার প্রবণতা তরৌ না করে অথবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ না ঘটায়। কনো ইসলামী শরয়িতে সে মুকাল্লাফ (ভারাপতি) নয়। তাই এ ব্যাপারে খেলা রাখা উচতি এবং সয়াম পালনে আদশে করার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা উচতি।
- আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানে।